গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে ইউরোপের রাস্তায় লাখো মানুষের বিক্ষোভ

সংগৃহীত ছবি

গাজায় ইসরায়েলের হামলা ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে ইউরোপজুড়ে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে। আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা গণহত্যা বন্ধ ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবি তোলে।

গাজায় মৃত্যুর সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেই দক্ষিণ গাজার বানি সুহেইলায় ড্রোন হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু নতুনভাবে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। প্যারিসে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ স্লোগান ও পতাকা নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেয়। অনেকের অভিযোগ—ঘোষিত যুদ্ধবিরতি কার্যত কোনো সমাধান আনেনি; ইসরায়েল প্রতিদিনই সহায়তা আটকে দিয়ে এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস করে তা লঙ্ঘন করছে।

লন্ডনেও প্রায় এক লাখ মানুষের বিশাল মিছিল রাজধানীর কেন্দ্রজুড়ে বিস্তৃত হয়। তারা গাজায় সংঘটিত অপরাধের আন্তর্জাতিক বিচার দাবি করে। একই দিনে রোমের রাস্তায়ও বিপুল মানুষের সমাবেশ হয়, যেখানে জাতিসংঘের দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ ও কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েল অন্তত ৫০০ বার লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ আছে। এসব ঘটনায় ৩৪৭ ফিলিস্তিনি নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেস এসব হামলা, বাস্তুচ্যুতি ও সহায়তা বন্ধকে “অগ্রহণযোগ্য” বলে মন্তব্য করেন।

গাজা থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি জানান—মানুষ এখনও তাঁবুতে আটকাপড়া, খাদ্য-ওষুধের অভাবে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাঁর ভাষায়, যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও ফিলিস্তিনিদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সতর্ক করে বলেছে—যুদ্ধবিরতির আড়ালেও ইসরায়েল নতুন হামলা চালিয়ে সহায়তার পথ আটকে রাখছে, যা গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতা।